ভুখীর মহিমা

উৎসব সভা মুখরিত হয়ে উঠিবে জাতীয় গানে
স্বাধীনতার এই বৃক্ষের ফল
খেয়ে খেয়ে যাদের বেড়ে গেছে বল
যারা এসে কিছু বক্তৃতা দেবে এ জাতির জয়গানে
শেষ হবে সভা প্রীতিক প্রতিক সামান্য মধু পানে
তারপর ঘুরে মোটরেতে চড়ে উড়ায়ে যাইবে ধুলো
গায়ে মুখে চোখে ধুলায় মলিন পথের মানুষগুলো
ফুটপাথে যারা বাধিয়াছে বাসা
নিভে গেছে যাদের জীবনে আশা
কিসের উৎসব। ওরা জানিল না তোমরা যে যাই বলো
শুধু বাজনা বাজিয়ে নিশান উড়াল মানুষ কতকগুলো
যারা অগ্নিযুগের রক্ত আখরে ইতিহাস গেল লিখে
বিদেশী শাসকের অসির সামনে যাহারা দাঁড়াল রুখে
বেয়াল্লিশের ওই আন্দোলন
করেছিল যারা মৃত্যুপথ
তাদের ছেলেরা বেকার হইয়া ঘুরিতেছে চারিদিকে
বড় বড় প্ল্যান পরিকল্পনা কহিবে নেতারা এসে
(যদি) তাড়াতাড়ি দেশের উন্নতি চাও
আরও বেশী করে ট্যাক্স ধরে দাও
দ্রব্য মূল্য বেড়েছে মানেই প্রগতি এসেছে দেশে
নেতারা ভাবছে ওস্তাদী মার দেখাব রাতের শেষে

লেখক—শ্রীকুমার পাঠক
৭৪নং নিলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া

মূল্য ১৫ পঃ মাত্র

ভুষীর মহিমা

ভুষীর মহিমা পারিনি বুঝিতে মোরা যেগো মূঢ়মন
ভুষীর মাঝারে দুনিয়ার খুশী ভুষী যে গো মহাধন
ভুষীকে ভজিয়া কাঁপিয়া উঠিল কত শত মহাজন
অবোধ মোরা চিনিতে পারিনি যে গো অভাজন
ছিলে ভুষী গরুর ভোজ্য কেমনে হলেগো মানবপূজ্য
কোন সাধনায় হলে তুমি আজ সবার সেরা রতন
আগে যদি হায় চিনিতে পারিতাম
হ্যাতা ক্যাঁতা বেচে তোমারে কিনিতাম
ঠাকুর ফেলিয়া তোমারে ভজিতাম
কপাল ফেরান বরাত কাঁপানো ভুষী রূপী নারায়ণ
কৃপা কর ভুষী বলে দাও মোরে কোন মন্ত্রবলে
ভজিব তোমারে
কোন মন্ত্রে তুমি হবে গো সদয় দিবে তুমি দরশন
অর্থ দিয়েছ অনর্থ করেছ অনেক খেলেছ ভুষী
অনেক ললাটে কলঙ্ক লেপেছ অনেক কোমরে রশি
মহিমা তোমার প্রচার হয়েছে এবার যাওগো ফিরে
তোমা বিহনে কাঁদিছে গাভীরা মরে তারা অনাহারে
তোমাকে ভজিয়া বাঁচুক তাহারা করুক দুগ্ধ দান
বেবীফুড বিনে কাঁদিছে শিশুরা বাঁচাও তাদের প্রাণ

আমরা বাঙ্গালী

আমরা বাঙ্গালী নহিতো কাঙ্গালী আমরা কঠিন জাত
খেতে নাহি পাই বলিব না কিছু করিব না ঘাড় কাত
বেকারীর বোঝা বহন করিয়া আমরা চলেছি ধেয়ে
বাপের হোটেলে দিন গুজরাই ঝাট্টা লাথি গাল খেয়ে
সকালে উঠিয়া বাজার সারিয়া চলে যাই মোরা রকে
বাবা চলে গেলে গিলে নেই যা থাকে মায়ের ছকে
খিচুনির সাথে রুটি খাই মোরা পেয়ে যাই কিছু ডাল
খিচুনির ভাগ বেশী করে খাই বাঁকী রেশনের চাল
গাল টাল দিয়ে রুটী টুটী দিয়ে কোনমতে চলে পেট
মুসকিল হয় ধুমপান নিয়ে শুন্য দুটি পকেট
অনেক যতনে খুজি প্রাণপনে টিউশনি যদি জোটে
সিনেমার টিপে কিছু ব্যয় করি কিছু ফুটবল মাঠে
জ্যোতিষী দেখিলে ভাগ্য জানিতে বাড়াইয়া দেয় হাত
দশা কেটে গেলে বাদশা বণিক পেট ভরে খাব ভাত

বিদ্যাস্থলেতে মত্তহস্তী

যুগের এমন অমোঘ চক্র কালের এমনি গতি
বিদ্যামঠেতে মত্তহস্তী করে আজ মাতামাতি।
পাঠশালাগুলো হ'লো নাচশালা
ধর্ম্মঘটের চলে সেথা পালা
কলেজ দুয়ারে ঝুলিতেছে তালা ভিতরেতে মোমবাতী
ধর্ম্মঘটের ধ্বজা হাতে লয়ে শিক্ষকধায় শ্লোগান দিয়ে
বিবাদ মেটেনা থামেনা দ্বন্দ চলে সেথা হাতাহাতি
শিক্ষার খাতে গুরু শিষ্যেতে কত না মত-বিভেদ
দাবীর মঞ্চে করে গলাগলি থাকে না কোন প্রভেদ
দাবীর ঘায়েতে দিশে হারা হয় ছাত্রের মাতাপিতা
ফিজ শুনে দিতে হাড় মাস কালি বেহেড হয় যে মাথা
শিক্ষক বলে দাবী না মিটিলে বন্ধ হবে লাগাতার
পিছপাও নয় ছাত্রের দল তারাও মানে না হার
নকলের ভেলা পাড়ি দিয়ে হবে পাশ সমুদ্রপার
শিষ্যের দাবি গুরুর দাবীতে হয়ে যায় একাকার
নিয়ম কানুন শিকেয় উঠেছে হিসাবের কারাবাস
পরীক্ষা হলে ফল বাহিরীতে লেগে যায় বারোমাস
পাঠশালাগুলো উঠেযায় যাক কোচিং টোচিং এরা বেঁচেথাক
ফেলকরা ছেলে পাশ করাবার যারা জানে কেরামতী
বিদ্যামঠেতে মত্তহস্তী করে আজ মাতামাতি
গার্ড্জেন কূল বুঝিতে পারেনা একি বিচিত্র লীলা
বিদ্যারে লয়ে বিদগ্ধ জনে কেমনে করিছে খেলা
বিগ্রহ আজি লাঞ্ছিত হয় বিদ্যার একি গতি
অধোমুখে ঐ কাঁদিছে নীরবে জননী সরস্বতী।

বিচার হবে

বলব কারে শুনবে কেরে কারো কি আর আছে কান
মান বাঁচাতে জান বাঁচাতে ওষ্ঠাগত সবার প্রাণ
বিত্তমানে উচ্চমানের নতূন খাওয়া দাওয়া
বিত্তহীনের প্রতিদিনই চলছে খাবি খাওয়া
খাবিছাড়া কিইবা খাবে কি আর আছে ঘরে
উধাও খেলা খেলছে যে সব ঘুঘু মজুতদারে
মেরে মানুষ উড়িয়ে ফানুস উঠছে তারা চাঁদে
নিত্য নতুন গাড়ীচাপে প্রাসাদ বাড়ী ফাঁদে
ভাবছ তুমি এমনি ভাবে কাটবে তোমার দিন
আসছে শমন করতে দমন উশুল করতে ঋণ
মানুষ রূপী নারায়ণে দিচ্ছে যারা জালা
আদালতে বিচার হবে আসছে তাদের পালা
ভগবানের আদালতে বিচার সুরু হবে
অভিশাপের তুষানলে পুড়তে তোমায় হবে।

পুজোটা কাটল কেমন

হরিবাবু আর মধুবাবু করে কোলাকুলি
পূজোটা কাটল কেমন করে বলাবলি
গলা কাটল চাঁদার বিল আর কাপড় জামার দোকানে
ষষ্ঠী কাটে ফাই-ফরমাসে গিন্নির কড়া বচনে
সপ্তমীটা কেটে গেল থলে হাতে রেশনে
অষ্টমীটা দালদার তরে হাজার ভীড়ের লাইনে
নবমীটা গোল বাধাল কয়লা আর কেরোসিনে
দশমীতে ফেললো জ্বরে এসো জন আর বোসোজনে
এখন আবার রোজ কাটলো বেবীফুডের লাইনে
এ কাটার ঘা সারবে না ভাই ভেটলে বা আইডিনে

গান—সুর স্ত্রী ত্রিগুণা রচিত

দেশবন্ধুর ঐ নাতিটা দেখ কেমন জুলপী রেখেছে,
তাই না দেখে লক্ষী পেচা ওর বাড়ীতে ডিম পেরেছে।
অভয়টা দিচ্ছে তালি তালের সীমা নাই
পশ্চিমবঙ্গের গরীব বুঝি জ্যান্ত থাকবে না ভাই
তাই না দেখে গণীখানের বাপের চিতায় বাতী জ্বলেছে
দেশবন্ধুর ঐ নাতিটা দেখ কেমন জুলপী রেখেছে

মেয়ের বিয়ে

রাখাল বাবুর মেজ মেয়ে পাশ করেছে এম-এ
বাড়ীর লোকের নড়ল টনক দিতে হবে বিয়ে
পাত্র পক্ষের শুরু হলো আনাগোনা প্রায়
ভাল রকম হচ্ছে খরচ জল খাবারের দায়
ছয় নম্বর এলেন যারা বেশ ভারিক্কি চাল
আদপ কায়দায় ফুটে আছে বড়লোকের হাল
হা করিয়ে ভ্যা করিয়ে খুলিয়ে মাথার চুল
পা থেকে দাত দেখে নিতে করল নাকো ভুল
হাজার টাকা বেতন পাওয়া হীরের টুকরো ছেলে
মা হেসে কয় বুঝলে দিদি এমন জামাই পেলে
জামাই পাশে বসে আছে নেইকো ছিরিছাঁদ
ভাবখানা তার গগন জোড়া আস্ত সোনার চাঁদ
রাখাল বাবু বিনয় ভাবে শুধোয় ছেলের বাপে
মুচকী হেসে ছেলের বাবা ওঠেন ধাপে ধাপে
দাবী দাওয়া হেসে বলেন এমন কিছুই নয়
ফর্দ্দ দিলেন এমন ভাবে যাতে বিশ হাজারেই হয়
ফর্দ্দ শুনে রাখাল বাবুর সংজ্ঞা লোপের প্রায়
আকাশ ভেঙ্গে পড়ে মাথায় হায়রে কন্যাদায়
এত টাকা কোথায় পাবেন দিতে মেয়ের বিয়ে
কি লাভ হল রমাকে তবে পাশ করিয়ে এম-এ ?

নাচের বাহার

বেগুনে ধরেছে আগুন জলছে হু হু করে
মরা মাছে দিচ্ছে টুইস্ আলুর গলা ধরে
পটল হলো যে অটল যায় না নাড়া তাকে
কপিগুলো কবি হয়ে কলম দিয়ে লেখে
পেঁয়াজের পিয়াজীতে কচুর মেজাজ দিচ্ছে
লঙ্কার ঝাঁঝ দেখে হারাই মোরা দিশে
ঝিঙ্গেরা ফুকছে শিঙে মুলোয় বাজায় ঢোল
ক্রেতা নাচে তাথে তাথৈ বলে হরি বোল
কয়লা নেই ভয়টা কিসের কেরোসিনের কি ধার ধারি
দ্রব্যমূল্যের আগুন দিয়ে চলবে মোদের রান্নাবাড়ী
তেলের খেলা সুরু হলো বন্ধ হলো বাস
বাদুর ঝোলা প্যাসেন্‌জারের ধিতাং ধিতাং নাচ
গরীব নাচে আমীর নাচে নাচে মজুতদার
বাজার নাচে ফড়ে নাচে নাচে দোকানদার
ট্যাক্সী নাচে বাস নাচে নাচে কনট্রাক্টর
অলক্ষ্যে হাসেন তিনি দেখে নাচেরই বাহার।